Rajshahi University journal of arts & law   Vol. 50 (2022)   pp. 65-78
ISSN 2309-0898

আল-কুরআনে ব্যবহৃত লাহ্ম ও 'আয্ম শব্দ: প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ
[The words *Lahm* and *Azm* Applied in the Quran: Background and Signification]

আবু নোমান মুহাম্মদ মাসউদুর রহমান*

Abstract

Al-Quran is the latest and conclusive devine book of Allah for the whole mankind. This Holy Scripture is also final source of all kinds of knowledge. Directly or indirectly Allah SWT discussed here all types of knowledges needed for mankind. Physiology better known as anatomy is also one of these knowledges. There is vast description of various organs of human body. According to the ultimate statistics, almost eighteen human organs are mentioned in the Holy Quran with the need and purpose of these parts of body. Meat and bone are very important organs of human body. So, it is very essential to learn why Allah very specially mentioned these parts in the Quran. This article is an attem to explain the real mystery of mentioning these aforesaid organs in the Holy Quran.

শব্দ সংকেত: আল-কুরআন, মানবদেহ, গোস্ত, হাড্ডি।

১. ভূমিকা

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সর্বোত্তম জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে সুবিন্যস্ত ও সুঠাম করেছেন। মানব দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই সমভাবে প্রয়োজনীয়। একটির ওপর আরেকটিকে প্রাধান্য দেয়ার কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ তা'আলা এ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অধিকাংশের বিবরণ কুরআন মাজীদে উপস্থাপন করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,[১] ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ 'আমি কুরআন মাজীদকে প্রত্যেক বিষয়ের বিবরণসহ আপনার উপর অবতীর্ণ করেছি।'সকল কিছুর বিবরণ এ কিতাবের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। চাই তা সংক্ষেপে হোক আর বিস্তারিত হোক। বিভিন্ন প্রেক্ষাপট অথবা উপমা স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে মানবদেহের অনেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো হৃদপিণ্ড, গোস্ত, অস্থি, মাথা, মুখমণ্ডল, নাক, জিহ্বা, চোখ, কান, পেট, পিঠ, লজ্জাস্থান, শরীর, হাত-পা প্রভৃতি। এ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং মানুষের জীবন প্রণালী সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে গবেষণা করতে নির্দেশ প্রদান করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হচ্ছে,[২] ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾'তোমরা কি তোমাদের নিজেদেরকে নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করবে না?' মানবদেহের এ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে কেবল لَحْم (লাহ্ম) বা গোস্ত ও عَظْم ('আয্ম) বা অস্থি সম্পর্কে যে সকল আয়াত বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে অত্র প্রবন্ধে।

২. লাহ্ম ও 'আযম শব্দের প্রত্যয়গত বিশ্লেষণ

গোস্ত ও অস্থির মধ্যে সম্পর্ক খুবই নিবীড়। শরীরের অস্থিকে আবৃত করে রাখে গোস্ত বা মাংসপেশী। গোস্তের 'আরবী প্রতিশব্দ لَحْم (লাহ্ম), বহুবচনে لُحُوم (লুহূম) ও أَلْحُم (আলহুম), لِحَام (লিহাম), لُحْمَان (লুহমান)।[৩] لَحْم (লাহ্ম) শব্দের আভিধানিক অর্থ একটির মধ্যে অপরটি প্রবিষ্ট হওয়া। যেহেতু

---

* প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী ৬২০৫, E-mail: anmmasudru@gmail.com

গোস্তের একটি পেশী অপর পেশীতে প্রবেশ করে এবং একটি আরেকটিকে শক্তিশালী করে তাই তাকে لَحْم (লাহ্‌ম) বলা হয়।[৪] ড. ইবরাহীম মাদকূর বলেন, اَللَّحْمُ مِنْ جِسْمِ الْحَيْوَانِ وَالطَّيْرِ: اَلْجُزْءُ الْعَضَلِيُّ الرِّخْوُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَالْعَظْمِ. 'পাখি ও প্রাণির শরীরের লাহম হলো এমন গোস্ত, যা চামড়া ও অস্থির মধ্যে নমনীয় হয়ে অবস্থান করে।'[৫] অপরদিকে مُضْغَة (মুদগাহ) শব্দটি গোস্তপিণ্ড অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। مُضْغَة (মুদগাহ) শব্দটি একবচন, বহুবচনে مُضَغ (মুদাগ)। এটি এমন গোস্তের টুকরা যা চর্বন করা যায়।[৬] রাগিব আল-ইস্‌ফাহানী র. (মৃত ৫০২ হি.) বলেন, اَلْمُضْغَةُ: اَلْقِطْعَةُ مِنَ اللَّحْمِ قَدْرَ مَا يُمْضَغُ وَلَمْ يَنْضَجْ. 'মুদগাহ হলো এমন পরিমাণ গোস্তের টুকরা যা চর্বণ করা যায় কিন্তু, তা পরিপক্ক হয়নি।'[৭]

ইবন কুতাইবা র. বলেন, وَالْمُضْغَةُ: لَحْمَةٌ صَغِيْرَةٌ. وَسُمِّيَتْ بِذٰلِكَ، لِأَنَّهَا بِقَدْرِ مَا يُمْضَغُ. 'মুদগা হলো টুকরা গোস্ত। পরিমাণে ছোট হওয়ায় তা চর্বণ করা যায় বলে এটিকে মুদগাহ নামকরণ করা হয়েছে।'[৮]

আল-কুরআনে গোস্ত বুঝাতে لَحْم (লাহ্‌ম) ও গোস্তপিণ্ড বুঝাতে مُضْغَة (মুদগাহ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। উভয় শব্দের ব্যবহার ও প্রেক্ষাপট আলোচনা করা হয়েছে।

অপরদিকে, মানব শরীরের অভ্যন্তরীণ অঙ্গ অস্থি, যা দেখা যায় না। এটি গোস্ত দিয়ে আবৃত থাকে। এটির 'আরবী প্রতিশব্দ عَظْم ('আয্‌ম), শব্দটি একবচন, বহুবচনে أَعْظَم (আ'যাম) ও عِظَام ('ইযাম)। অর্থ হাড়, হাড্ডি, অস্থি প্রভৃতি।[৯] ড. ইবরাহীম মাদকূর বলেন, اَلْعَظْمُ هُوَ الْقَصْبُ الَّذِيْ عَلَيْهِ اللَّحْمُ. 'এটি এমন একটি শক্তদণ্ড (লাঠি) যার উপরে গোস্ত থাকে।'[১০]

চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিভাষায়, অস্থিকে skeleton বলা হয়। পেশির আগে গঠিত হয় অস্থি। উল্লেখ্য, মানবদেহের দীর্ঘতম অস্থি ফেমার, এটি উরুর অস্থি এবং ক্ষুদ্রতম অস্থি স্টেপিস, এটি মধ্যকর্ণে অবস্থিত। যে সকল তরুণাস্থি ও অস্থিসমূহ দেহের অক্ষরেখা বরাবর সজ্জিত হয়ে মস্তকের এবং দেহগহ্বরের নরম অঙ্গগুলোকে ধারণ করে ও রক্ষা করে। তাদের সমন্বয়ে কঙ্কালতন্ত্রের যে অংশ গঠিত হয়, তাকে অক্ষীয় কঙ্কালতন্ত্র বলে। এর অধীনে প্রায় আশিটি হাড় রয়েছে। মানুষের শরীরে মোট ২০৬টি হাড় রয়েছে। তা প্রধানত দু'টি ভাগে বিভক্ত। ক. অক্ষীয় কঙ্কাল, যাতে রয়েছে আশিটি হাড় এবং খ. কঙ্কাল, যাতে রয়েছে প্রায় ১২৬টি হাড়। এই সর্বমোট ২০৬টি হাড়।[১১]

৩. لَحْم (লাহ্‌ম) ও لُحُوم (লুহূম) শব্দের ব্যবহার

আল-কুরআনে গোস্ত বুঝানোর জন্য لَحْم (লাহ্‌ম) ও لُحُوم (লুহূম) উভয় শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। নিম্নে তা প্রেক্ষাপটসহ তুলে ধরা হলো:

ক. কুরবানীর মৌলিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে

কুরবানী করার মৌলিক উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। আর এ লক্ষ্যেই আমরা পশু কুরবানী করে থাকি। আল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরবানী করা হলেও তিনি যবেহকৃত পশুর রক্ত, গোস্ত কিছুই গ্রহণ করেন না। বরং তিনি বান্দার অন্তরকে পর্যবেক্ষণ করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,[১২]

﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ﴾.

'আল্লাহর কাছে পৌঁছে না এগুলোর গোশত ও রক্ত, বরং তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া। এভাবেই তিনি সেগুলোকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা আল্লাহর তাকবীর পাঠ করতে পার, এজন্য যে, তিনি তোমাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন; সুতরাং তুমি সৎকর্মশীলদেরকে সুসংবাদ দাও।' অত্র আয়াতে لُحُوم (লুহূম) শব্দটি বহুবচন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আয়াতটির ব্যাখ্যায় আবুল লায়স আস-সামারকান্দী র.(মৃত ৩৭৩ হি.) বলেন,

لَنْ يَصِلَ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا. وَلكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوى مِنْكُمْ، أيْ يَصِلُ إِلَيْهِ التَّقْوى مِنْ أَعْمَالِكُمْ الزَّاكِيَةِ وَالنِّيَّةِ الْخَالِصَةِ.

'অবশ্যই আল্লাহর নিকট (কুরবানীর) পশুর গোস্ত ও রক্ত কিছুই পৌঁছে না, বরং তাঁর নিকট পৌঁছে তোমাদের আল্লাহভীতি। অর্থাৎ, তোমাদের পরিশুদ্ধ কর্মসমূহ এবং একনিষ্ঠ প্রত্যয়সহ সকল তাকওয়া তাঁর নিকট কেবল পৌঁছে।'[১৩]

খ. হারাম গোস্ত সম্পর্কে

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের প্রতি যে সকল খাবার হারাম করেছেন, তন্মধ্যে একটি হলো শুকরের মাংস। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,[১৪]

﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

'বলুন, আমার নিকট যে অহী পাঠানো হয়, তাতে আমি আহারকারীর উপর কোন হারাম পাই না, যা সে আহার করে। তবে যদি মৃত কিংবা প্রবাহিত রক্ত অথবা শুকরের গোশত হয়। কারণ, নিশ্চয় তা অপবিত্র কিংবা এমন অবৈধ যা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য যবেহ করা হয়েছে। তবে যে ব্যক্তি নিরুপায় হয়ে অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়ে তা গ্রহণে বাধ্য হয়েছে, তাহলে নিশ্চয়ই তোমার রব ক্ষমাশীল, দয়ালু।' অত্র আয়াতে لَحْم (লাহ্‌ম) শব্দটি একবচন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী র.(মৃত ৬০৬ হি.) বলেন,

أَنَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا حَرَّمَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ لِكَوْنِهِ نَجِسًا فَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ النَّجَاسَةَ عِلَّةٌ لِتَحْرِيمِ الْأَكْلِ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ كُلُّ نَجِسٍ يَحْرُمُ أَكْلُهُ وَإِذَا كَانَ هَذَا مَذْكُورًا فِي الْآيَةِ كَانَ السُّؤَالُ سَاقِطًا.

'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা শুকরের গোস্ত ভক্ষণ করা হারাম করেছেন। কেননা, তা অপবিত্র। হারাম কিছু খাওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে তা হারাম হয়েছে। তাই যে কোনো অপবিত্র বস্তু ভক্ষণ করা হারাম। আর যদি তা আল্লাহ তা'আলা আয়াতের মধ্যে উল্লেখ করেন তবে সে ব্যাপারে প্রশ্ন না করে চুপ থাকা আবশ্যক।'[১৫]

গ. গীবতের পরিণাম মৃত ভাইয়ের গোস্ত ভক্ষণ

গীবত[১৬] বা পরনিন্দা একটি সামাজিক ব্যাধি। গীবত করার পরিণাম খুবই ভয়াবহ। আল-কুরআনের ভাষায় গীবতকারীরা গীবতের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে সহোদর ভাইয়ের গোস্ত ভক্ষণ করে থাকে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,[১৭]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ﴾.

'হে মু'মিনগণ! তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাক। নিশ্চয় কোনো কোনো অনুমান তো পাপ। আর তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না; এবং একে অপরের গীবত করো না তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো তা অপছন্দই করে থাক। আর তোমরা

আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ অধিক তাওবা কবুলকারী, অসীম দয়ালু।'[১৮] অত্র আয়াতে لَحْم (লাহ্ম) শব্দটি একবচন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। পরচর্চার ব্যাপারে আবূ ইসহাক আয-যাজ্জাজ র. (মৃত ৩১১ হি.) বলেন,"وَبَيانُه أنَّ ذِكْرَكَ بِسُوءٍ مَنْ لَمْ يَحْضُرْ، بِمَنْزَلَةِ أَكْلِ لَحْمهُ وَهُوَ مَيِّتٌ لَا يُحِسُّ بِذلكَ." "অনুপস্থিত কোনো ব্যক্তির ব্যাপারে তোমার সমালোচনা মৃত ব্যক্তির গোস্ত খাওয়ার সমতুল্য। যে সমালোচনার ব্যাপারে কোনো কিছুই অনুভব করতে পারে না।" কাযী আবূ ইয়া'লা র. (মৃত ৪৫৮ হি.) বলেন,

هَذَا تَأْكِيدٌ لِتَحْرِيْمِ الْغِيْبَةِ، لِأَنَّ أَكْلَ لَحْمِ الْمُسْلِمِ مَحْظُوْرٌ، وَلِأَنَّ النُّفُوْسَ تَعَافُهُ مِنْ طَرِيْقِ الطَّبْعِ، فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُوْنَ الْغِيْبَةُ بِمَنْزَلَتِهِ فِيْ الْكَرَاهَةِ.

'পরচর্চা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে এখানে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কেননা, মুসলমান ভাইয়ের গোস্ত খাওয়া নিষিদ্ধ। অপরদিকে স্বাভাবিক দৃষ্টিতে সকল মানুষই তা থেকে বিরত থাকে। সুতরাং এহেন অবস্থায় পরচর্চা করা অপছন্দনীয়।'[১৯]

ঘ. অস্থির আচ্ছাদন

গোস্ত অস্থিকে আচ্ছাদন করে রাখে। ফলে অস্থির উপর বাইরের কোনো প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,[২০] ﴿فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾. 'তারপর আমি অস্থিকে গোস্ত দিয়ে আবৃত করি। অতঃপর তা অন্য এক সৃষ্টরূপে গড়ে তুলি। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত বরকতময়।' অত্র আয়াতে لَحْم (লাহ্ম) শব্দটি একবচন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। যা অস্থির আচ্ছাদনকে নির্দেশ করে।

৪. مُضْغَة (মুদগাহ) শব্দের ব্যবহার

আল-কুরআনে গোস্তপিণ্ড বুঝানোর জন্য مُضْغَة (মুদগাহ) শব্দটি একবচন ব্যবহৃত হয়েছে। মাতৃগর্ভে মানব সৃষ্টির একটি পর্যায় হলো মুদগাহ বা গোস্তপিণ্ড। শব্দটি আল-কুরআনের দু'টি আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নে আয়াত দু'টির প্রেক্ষাপট আলোচনা করা হলো।

ক. মানব সৃষ্টির পর্যায় বর্ণনা

মানুষ তার পূর্ণাঙ্গ আকৃতি একদিনে পায়নি। বরং বিভিন্ন ধারাবাহিক স্তর পাড়ি দেয়ার পর পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত হয়। এটি চিন্তা করলে মহান রবের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা আরো বৃদ্ধি পায়। মানব সৃষ্টির যে সকল পর্যায় রয়েছে তন্মধ্যে একটি হলো গোস্ত বা গোস্তপিণ্ড। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,[২১]

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ﴾.

'হে মানব! যদি তোমরা পুনরুত্থানের ব্যাপারে সন্দেহে থাক তবে নিশ্চয়ই জেনে রেখো, আমি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছি, তারপর শুক্র হতে, তারপর রক্তপিণ্ড হতে, তারপর পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট অথবা অপূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট গোশত হতে।' আয়াতটির ব্যাখ্যায় ইবন জারীর আত-তাবারী (র.) (মৃত ৩১০ হি.) বলেন, 'যারা স্বীয় বুদ্ধি না খাটিয়ে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, আল্লাহর শক্তিকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর ব্যাপারে ঝগড়া করে তাদেরকে আল্লাহ তাঁর পক্ষ থেকে সাবধান করে এ সংবাদ দিয়েছেন যে, হে লোকসকল! যদি তোমরা তোমাদের মৃত্যুর পর পুনরুত্থান বিষয়ে আল্লাহর কুদরত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করো তবে লক্ষ্য করো যে, আমি তোমাদের পিতা আদম (আ.)-কে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর শুক্রাণু থেকে সৃষ্টি করার পর বিভিন্ন অবস্থা পার করে পূর্ণাঙ্গ মানুষে রূপান্তর করেছি। অতঃপর আমি তোমাদেরকে মৃত্যু দান করব এবং মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করব। সুতরাং তোমরা এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করো।'[২২]

আল্লাহ তা'আলা আরেকটি আয়াতে বলেন,[২৩]

﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾.

'তারপর শুক্রবিন্দুকে আমি রক্তপিণ্ডে পরিণত করি। তারপর রক্তপিণ্ডকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করি। তারপর মাংসপিণ্ডকে হাড়ে পরিণত করি। তারপর হাড়কে মাংস দিয়ে আবৃত করি। অতঃপর তা অন্য এক সৃষ্টরূপে গড়ে তুলি। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত বরকতময়।'

মানব সৃষ্টির স্তর প্রসঙ্গে হাদীসেও বর্ণনা এসেছে।[২৪] যেমন 'আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা.) বলেন,

حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ المَصْدُوقُ: أَنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَهُ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَهُ، ثُمَّ يُبْعَثُ إِلَيْهِ المَلَكُ فَيُؤْذَنُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، فَيَكْتُبُ: رِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَعَمَلَهُ، وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ حَتَّى لاَ يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا.

'রাসূলুল্লাহ (স.) যিনি সত্যবাদী ও সত্যবাদী বলে স্বীকৃত তিনি আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টি হলো এমন বীর্য থেকে যাকে মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত রাখা হয়। অতঃপর তা জমাট রক্তে পরিণত হয়। এরপর তা মাংসপিণ্ডে রূপান্তরিত হয়। অতঃপর তার নিকটে একজন ফিরেশতা প্রেরণ করা হয়, যিনি চারটি বিষয় লিপিবদ্ধ করেন। সেগুলো হলো তার রিযিক, নির্ধারিত সময়কাল, কার্যাবলী, ভাগ্যবান নাকি হতভাগ্য। অতঃপর তার দেহে আত্মা ফুৎকারের মাধ্যমে নিক্ষেপ করা হয়। এ জন্য তোমাদের কেউ জান্নাতীদের আমল করে এতটুকু এগিয়ে যায় যে, তার ও জান্নাতের মাঝে কেবল এক গজের দূরত্ব থাকতেই তার উপর লিখিত ভাগ্য প্রবল হয়ে যায়। তখন সে জাহান্নামীদের মত আমল করে। অবশেষে সে জাহান্নামে প্রবেশ করে। আবার তোমাদের কেউ জাহান্নামীদের মত আমল করে এতটুকু এগিয়ে যায় যে, তার ও জাহান্নামের মাঝে কেবল এক গজের দূরত্ব থাকতেই তার উপর লিখিত ভাগ্য প্রবল হয়ে যায়। তখন সে জান্নাতীদের মত আমল করে। অবশেষে সে জান্নাতে প্রবেশ করে।'

অনুরূপভাবে কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে অস্থি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নে প্রেক্ষাপটসহ তা আলোচনা করা হলো।

ক. অস্থির উপর গোস্ত সম্পর্কে

অস্থির উপরে গোস্ত কীভাবে জমতে থাকে সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে বর্ণনা করেছেন। যেমন একটি জনপদের বর্ণনায় তিনি বলেন,[২৫] ﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾. 'অথবা সে ব্যক্তির মত, যে কোনো জনপদ অতিক্রম করছিল, যা তার ছাদের উপর বিধ্বস্ত ছিল। সে বলল, আল্লাহ একে কিভাবে জীবিত করবেন, মরে যাওয়ার পর? অতঃপর আল্লাহ তাকে একশত বছর মৃত রাখলেন। এরপর তাকে পুনর্জীবিত করলেন। বললেন, তুমি কতকাল অবস্থান করেছ? সে বলল, আমি একদিন অথবা দিনের কিছু সময় অবস্থান করেছি। তিনি বললেন, বরং তুমি একশত বছর অবস্থান করেছ। সুতরাং তুমি তোমার খাবার ও পানীয়ের দিকে তাকাও, সেটি পরিবর্তিত হয়নি এবং

তুমি তাকাও তোমরা গাধার দিকে, আর যাতে আমি তোমাকে মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বানাতে পারি এবং তুমি তাকাও হাড়গুলোর দিকে, কিভাবে আমি তা সংযুক্ত করি, অতঃপর তাকে আবৃত করি গোশত দ্বারা। পরে যখন তার নিকট স্পষ্ট হল, তখন সে বলল, আমি জানি, নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।'

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর কাছে একটি উপমা উপস্থাপন করেছেন। যেখানে প্রতিটি জ্ঞানীর জন্য অগণিত শিক্ষা রয়েছে। আয়াতটির ব্যাখ্যায় হুসাইন ইবন মাসউদ আল-বাগাভী র.(মৃত ৫১০হি.) বলেন,

ثُمَّ أَحْيَا جَسَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى حِمَارِهِ فَإِذَا عِظَامُهُ مُتَفَرِّقَةٌ بِيضٌ، تَلُوحُ فَسَمِعَ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ: أَيَّتُهَا الْعِظَامُ الْبَالِيَةُ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكِ أَنْ تَجْتَمِعِي فَاجْتَمَعَ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، وَاتَّصَلَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ ثُمَّ نُودِيَ أَنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكِ أَنْ تَكْتَسِي لَحْمًا وَجِلْدًا.

'অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তার দেহকে জীবন্ত করলেন সে তখন তার দিকে তাকাচ্ছিল। অতঃপর সে তার গাধার দিকে তাকাল দেখল তার হাড়সমূহ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে। এমতাবস্থায় সে একটি আহ্বান শুনতে পেল বলল, হে গলিত হাড়-হাড্ডি, আল্লাহ তোমাকে আদেশ করেছেন তুমি একটির সাথে আরেকটি যুক্ত হও। অতঃপর তারা একটির সাথে আরেকটি সংযুক্ত হলো। অতঃপর তাকে আবার ডাকা হলো এবং বলা হলো, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাকে আদেশ করেছেন তুমি তার উপর গোস্ত ও চামড়া পরিধান করাও।'[২৬]

খ. অস্থি পঁচে গেলেও পুনরুত্থান সম্ভব

এ কথা সত্য যে, আল্লাহ তা'আলা আখিরাতে মানুষকে পুনরুত্থান করবেন। কিন্তু কাফিরদের যুক্তি হলো, অস্থিসমূহ গলে পঁচে যাওয়ার পর মানব সন্তান পুনরায় উত্থিত হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু হাড় পঁচে যাক আর নাই যাক আল্লাহ তা'আলা সকলকে হাশরের মাঠে পুনরুত্থিত করবেন। সে বিবরণ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,[২৭].﴿وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾'আর তারা বলে, আমরা যখন হাড্ডি ও ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাব, তখন কি আমরা নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুজ্জীবিত হব?' এ প্রসঙ্গে আরো ইরশাদ হচ্ছে,[২৮]

﴿ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾.

'এটাই তাদের প্রতিদান, কারণ তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে এবং বলেছে, আমরা যখন হাড্ডি ও ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাব, তখন আমরা কি নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুজ্জীবিত হব?' আরো ইরশাদ হচ্ছে,[২৯].﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾'আর সে আমার উদ্দেশ্যে উপমা পেশ করে অথচ সে তার নিজের সৃষ্টি ভুলে যায়, সে বলে, হাড়গুলো জরাজীর্ণ হওয়া অবস্থায় কে সেগুলো জীবিত করবে?'আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্পর্কে 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাস রা.বর্ণনা করেন যে, 'একদিন উবাই ইবন খালাফ আল-জামহী রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট একটি পঁচা হাড় নিয়ে আগমন করে এবং বলে, হে মুহাম্মদ তোমার রব কি এ পঁচা হাড্ডিকেও পুনরুত্থান করবেন? তখন আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন।'[৩০]

অস্থির পুনরুত্থান সম্পর্কে আরো ইরশাদ হচ্ছে,[৩১] ﴿يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ. أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً﴾.'তারা বলে আমরা কি পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তিত হব?যখন আমরা চূর্ণ–বিচূর্ণ হাড় হয়ে যাব?'

গ. মানব সৃষ্টির ধারাবাহিকতা

মাতৃগর্ভে মানব সৃষ্টির যে ধারাবাহিক স্তর রয়েছে তন্মধ্যে একটি হলো শিশুর হাড় সৃষ্টি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,[৩২]

﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾.

'তারপর শুক্রবিন্দুকে আমি রক্তপিণ্ডে পরিণত করি। তারপর রক্তপিণ্ডকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করি। তারপর মাংসপিণ্ডকে হাড়ে পরিণত করি। তারপর হাড়কে মাংস দিয়ে আবৃত করি। অতঃপর তা অন্য এক সৃষ্টরূপে গড়ে তুলি। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত বরকতময়।' আয়াতটির ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ বলেন, 'এখানে আল্লাহ তা'আলা মানব সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর বর্ণনা করেছেন। এ স্তরগুলোর প্রতিটিতে মানব ভ্রূণকে চল্লিশ দিন অপেক্ষা করতে হয়। অতঃপর পরবর্তী স্তরে পদার্পন করে। এভাবে আল্লাহ তা'আলা মাতৃগর্ভে পূর্ণাঙ্গ মানুষ সৃষ্টি করেন এবং নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হলে পৃথিবীতে তার আগমন ঘটে। তাইতো আয়াতের শেষে আল্লাহ তা'আলা নিজকে উত্তম সৃষ্টিকারী বলে অভিহিত করেছেন।'[৩৩]

৫. আঙ্গুলের অগ্রভাগের অস্থি

'আঙ্গুলের অগ্রভাগের অস্থি' এর 'আরবী প্রতিশব্দ بَنَانَة (বানানাহ)। بَنَانَة (বানানাহ) শব্দটি একবচন, বহুবচনে بَنَان (বানান)। 'আরবী ভাষায় প্রতিটি জোড়া বা সন্ধিকে بَنَانَة (বানানাহ) বলা হয়।[৩৪] ড. ইবরাহীম মাদকূর বলেন, اَلْبَنَانُ: أَطْرَافُ الْأَصَابِعِ، وَاحِدَتُهُ: بَنَانَة. -'আল-বানান হলো আঙ্গুলের অগ্রভাগ। এটির একবচন بَنَانَة (বানানাহ)।'[৩৫] আল-কুরআনে শব্দটি দু'টি আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন বদর যুদ্ধে মুসলমানরা সংখ্যায় কম হলেও বেশি সংখ্যক কাফিরদের সাথে জয়লাভ করে। কারণ আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মুসলমানদেরকে সাহায্য করেছিলেন। আর তা হলো, কাফিরদেরকে আঘাত করে আহত করা যা তাদের ভীতি সৃষ্টি করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলেন,[৩৬]

﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ﴾

'স্মরণ কর, যখন তোমার রব ফেরেশতাদের প্রতি ওহী প্রেরণ করেন যে, নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে আছি। সুতরাং যারা ঈমান এনেছে তোমরা তাদেরকে অনড় রাখ। অচিরেই আমি ভীতি ঢেলে দেব তাদের হৃদয়ে যারা কুফরী করেছে। অতএব তোমরা আঘাত করো ঘাড়ের উপরে এবং আঘাত করো তাদের প্রত্যেক আঙ্গুলের অগ্রভাগে।'[৩৭] আয়াতে উল্লিখিত بَنَان (বানান) শব্দের ব্যাখ্যায় ইবন আত্বিয়্যাহ র. বলেন, وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، يَعْنِي كُلَّ مُفَصَّلٍ. 'তাদের প্রতিটি বানানে আঘাত করো, অর্থাৎ তাদের প্রতিটি জোড়ায় জোড়ায় আঘাত করো।' 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা.) বলেন,

وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّالْأَطْرَافِ، وَالْبَنَانُ جُمَعُ بَنَانَةٍ، وَهِيَ أَطْرَافُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ.

'তাদের প্রতিটি পার্শ্বে আঘাত করতে থাকো। বানান শব্দটি বানানাহ-এর বহুবচন। দুই হাত ও দুই পায়ের কিনারাকে বানানাহ বলা হয়।' ইবনুল আম্বারী র. বলেন,

كَانَتِ الْمَلَائِكَةُلَا تَعْلَمُ كَيْفَ تُقْتَلُ الْآدَمِيِّيْنَ فَعَلَّمَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

'ফেরেশগণ জানতেন না মানুষকে কীভাবে হত্যা করতে হয়, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তা তাদেরকে শিক্ষা দিয়েছিলেন।' আয়াতটির ব্যাখ্যায় ইমাম আওযা'ঈ র. (মৃত ১৫৭ হি.) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা

ফেরেশেতামণ্ডলীকে এ আদেশ করছেন যে, তারা যেন কাফিরদের মুখমণ্ডল ও চোখের উপর আঘাত করে এবং এমনভাবে আহত করে দেয় যেন, সেগুলোকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দ্বারা পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে।'[৩৮]

অনুরূপভাবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ যখন মানুষকে পুনরুত্থান করবেন তখন তিনি মানুষের সকল অস্থি ও হাড়কে জোড়া দিবেন, এমনকি সেটি কোনো ক্ষুদ্র অস্থি হলেও তিনি তা করতে সক্ষম। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,[৩৯]﴿بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ﴾'হ্যাঁ, আমি তার আংগুলের অগ্রভাগসমূহও সঠিকভাবে সুবিন্যস্ত করতে সক্ষম।' আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্পর্কে মুফাসসিরগণ বলেন, 'একদা 'আদী ইবন রাবী'আহ রাসূলুল্লাহ (স.)-কে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল এবং বলল, হে মুহাম্মদ!তুমি আমাকে বলতো কিয়ামত কবে হবে? তা কীরূপে হবে এবং তার অবস্থা কেমন হবে? রাসূলুল্লাহ (স.) সে বিষয়ে জানালে সে বলল, আমি যদি সেদিন স্বচক্ষে দেখি তবুও আমি তোমাকে বিশ্বাস করব না এবং তোমার প্রতি ঈমান আনব না। কারণ আল্লাহ কীভাবে বিক্ষিপ্ত অস্থিরাজি একত্রিত করবেন? তার এ কথার উত্তর দিয়ে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন এবং বলেন শুধু অস্থিরাজি নয় আঙ্গুলের মাথায় যে ক্ষুদ্র অস্থি রয়েছে তাও আমি একত্রিত করব।'[৪০]

হুসাইন ইবন মাসউদ আল-বাগাভী র. (মৃত ৫১০হি.) বলেন,

بَلَى نَقْدِرُ عَلَى جَمْعِ عِظَامِهِ وَعَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ: عَلى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ

'আল্লাহ তা'আলা সকল অস্থি একত্রিত করতে সক্ষম। এরও চেয়ে মহান কাজ হলো হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগের অস্থিকে একত্রিত করা। এটা তাঁর জন্য সম্ভব।'[৪১]

৬. পায়ের গোছা

হাঁটুর নিচ থেকে গোড়ালী পর্যন্ত যে লম্বা অস্থি তাকে পায়ের গোছা বলে। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর কুদরতী পায়ের গোছায় সিজদা করতে বলবেন। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে سَاق (সাক) তথা পায়ের গোছা শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। سَاق (সাক) শব্দটি একবচন, বহবচন سِيَاق (সিয়াক) ও سُوْق (সূক)। গাছের কাণ্ডকে سَاقُ الشَّجَرَةِ (সাকুশ শাজারাহ) বলা হয়।[৪২]

আল-ফাইউমী র. (মৃত ৭৭০ হি.) বলেন, اَلسَّاقُ مِنَ الْأَعْضَاءِ وَهُوَ مَا بَيْنَ الرُّكْبَةِ وَالْقَدَمِ. 'দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে সাক হলো হাঁটু ও পায়ের মধ্যবর্তী অংশ।'[৪৩] আখিরাতে বিচারের মাঠে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুদরতী পায়ের গোছা উম্মোচন করবেন এবং তাঁর বান্দাদেরকে সিজদা করতে নির্দেশ করবেন। যারা ইহকালে তাঁকে সিজদা করেছেন তারা সেদিন তাঁকে সিজদা করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু যারা দুনিয়াতে তাঁকে সিজদা করেনি তারা কোনোভাবেই তাঁকে সিজদা করতে সক্ষম হবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,[৪৪]

﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾

'সেদিনের কথা স্মরণ করুন যেদিন পায়ের গোছা উম্মোচিত করা হবে। আর তাদেরকে সিজদা করার জন্য আহ্বান জানান হবে, কিন্তু তারা সক্ষম হবে না।' আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী রা. বলেন,

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ، فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، فَيَبْقَى كُلُّ مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَةً، فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ، فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا.

'আমি মহানবী স.-কে বলতে শুনেছি, আমাদের প্রতিপালক যখন তাঁর পায়ের গোড়ালীর জ্যোতি বিকীর্ণ করবেন, তখন ঈমানদার নারী-পুরুষ সবাই তাঁকে সাজদা করবে। কিন্তু যারা দুনিয়াতে লোক দেখানো

ও প্রচারের জন্য সাজদাহ করতো তারা কেবল বাকি থাকবে। তারা সাজদাহ করতে ইচ্ছা করলেও তাদের পীঠ একখণ্ড কাঠের ন্যায় শক্ত হয়ে যাবে।'[৪৫]

৭. মেরুদণ্ড

পৃষ্ঠদেশের মূল সংগঠক হলো মেরুদণ্ড যা শরীরের প্রধান অস্থি হিসেবে পরিচিত। এটির মাধ্যমে একজন মানুষ শারিরীক শক্তি অনুভব করেন। 'মেরুদণ্ড'-এর 'আরবী প্রতিশব্দ صُلْب (সুলব), বহুবচনে أَصْلاَب (আসলাব)।[৪৬] صُلْب (সুলব) শব্দটির আভিধানিক অর্থ কঠিন, শক্ত। আর পিঠ বা মেরুদণ্ড খুবই শক্ত ও কঠিন। তাই পিঠ বা মেরুদণ্ডকে صُلْب (সুলব) বলা হয়।[৪৭] কুরআন মাজীদে শব্দটি ২টি স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন:

ক. শুক্রানুর উৎপত্তিস্থল অর্থে

নারী-পুরুষের সংমিশ্রণের মাধ্যমে মানব সন্তান পৃথিবীতে আগমন করে। পুরুষ থেকে যে শুক্রাণু নির্গত হয় তা মূলতঃ পুরুষের পৃষ্ঠদেশ থেকেই নির্গত হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,[৪৮] ﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾'যা বের হয় মেরুদণ্ড ও পাঁজরের হাঁড়ের মধ্য থেকে।' আয়াতটির ব্যাখ্যায় ইবনুল জাওযী র.(মৃত ৫৯৭ হি.) বলেন, يَخْرُجُ مِنْ صُلْبِ الرَّجُلِ وَتَرَائِبِ الْمَرَأَةِ. 'এটি নির্গত হয় পুরুষের মেরুদণ্ড ও নারীর পাঞ্জরাস্থির মধ্য থেকে।'[৪৯]

খ. ঔরসজাত বুঝানোর জন্য

ইসলামে যে সকল নারীদেরকে বিবাহের ক্ষেত্রে পুরুষের জন্য হারাম করা হয়েছে তাদের মধ্যে একটি হলো পুত্রবধু। আর পুত্র দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঔরসজাত পুত্র। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,[৫০]﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾'এবং তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীদেরকে এবং দুই বোনকে একত্র করা (তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে)। তবে অতীতে যা হয়ে গেছে তা ভিন্ন কথা।' মুফাসসিরগণের পরিভাষায়, আয়াতে উল্লিখিত হালাইল শব্দটি হালীলা-এর বহুবচন। অর্থ বৈধ, তথা যারা পুত্রদের জন্য বৈধ। আয়াতে শব্দটি আযওয়াজ বা স্ত্রী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হালাইলু আবনাইকুম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তোমাদের পুত্রদের স্ত্রীগণ। কেননা, আপন পুত্রের স্ত্রী সম্পর্কের দিক থেকে আপন কন্যার ন্যায়। সুতরাং তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া অবৈধ। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে আদম সন্তানকে গুরুত্বারোপ করেছেন।[৫১]

৮. পৃষ্ঠদেশ

পেট ও বক্ষের বিপরীতে রয়েছে পৃষ্ঠদেশ যা মেরুদণ্ডের সাথে যুক্ত বেশকিছু অস্থির সমাহার। একজন মানুষের অস্তিত্ব নির্ভর করে পৃষ্ঠের ওপর। সাধারণতঃ মানবজাতি ভারী কিছু বহন করার জন্য পৃষ্ঠকে ব্যবহার করে। এটির 'আরবী প্রতিশব্দ ظَهْر (যাহর), বহুবচনে أَظْهَر (আযহার), ظُهُوْر (যুহূর), ظَهْرَان (যাহরান)। আহমদ ইবন ফারিস বলেন, ظَهْرُ الْإِنْسَانِ، وَهُوَ خِلَافُ بَطْنِهِ 'মানুষের পৃষ্ঠ হলো তার পেটের বিপরীত অঙ্গ।'[৫২] কুরআন মাজীদে বিভিন্ন আয়াতেশব্দটি একবচন-বহুবচন উভয়ভাবেই ব্যবহৃত হয়েছে। নিম্নে আয়াতসমূহ প্রেক্ষাপটসহ তুলে ধরা হলো।

ক. বোঝা বহনকারী অঙ্গ হিসেবে

পিঠ এমন একটি অঙ্গ যা ভারী বোঝা বহন করতে সক্ষম। আল্লাহ তা'আলা মহানবী (স.)-এর পিঠ থেকে সে বোঝা অপসারণ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,[৫৩] ﴿وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ﴾. 'এবং আমি অপসারণ করেছি তোমার থেকে তোমার বোঝা,যা তোমার পিঠকে ভেঙ্গে দিচ্ছিল।' আলোচ্য আয়াতে ظَهْر (যাহর) শব্দটি পৃষ্ঠদেশ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

আয়াতটির ব্যাখ্যায় আবুল লায়স আস-সামারকান্দী র. (মৃত ৩৭৩ হি.) বলেন,

عَصَمْنَاكَ مِنَ الذُّنُوْبِ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ لَوْ لَمْ يَعْصِمكَ اللهُ، لَأَثْقَلَ ظَهْرَكَ، وَيُقَالُ: مَعْنَاهُ أَخْرَجْنَا مِنْ قَلْبِكَ الأَخْلَاقَ السَّيِّئَةَ، وَطَبَائِعَ السُّوْءِ الَّذِيْ أَنْقَضَ ظَهْرَكَ يَعْنِيالَّتِيْ لَوْ لَمْ نَنْزَعْهَا عَنْ قَلْبِكَ، لَأَثْقَلَ عَلَيْكَ حَمْلُ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ.

'(আল্লাহ তা'আলা বলেন) আমি আপনাকে পাপমুক্ত করেছি যা আপনার পিঠকে ভেঙ্গে ফেলতো। যদি আল্লাহ তা'আলা আপনাকে পাপমুক্ত না করতেন তবে আপনার পিঠে তা ভারী মনে হতো। কেউ কেউ বলেন, আমি আপনার অন্তর থেকে মন্দ চরিত্র ও খারাপ স্বভাব বের করে দিয়েছি। যদি না বের করতাম তবে নুবুওয়্যাত ও রিসালতের দায়িত্ব আপনার কাছে ভারী মনে হতো।'[৫৪]

খ. পাপ বহনকারী অঙ্গ হিসেবে

আখিরাতে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হবে এ কথাকে যে সকল মানুষ মিথ্যা মনে করে তারা বিচার দিবসে বিশাল পাপের বোঝা পিঠে করে বহন করবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,[৫৫]

﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُبَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ﴾.

'যারা আল্লাহর সাক্ষাৎকে অস্বীকার করেছে তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এমনকি যখন হঠাৎ তাদের কাছে কিয়ামত এসে যাবে, তারা বলবে, হায় আফসোস, সেখানে আমরা যে ত্রুটি করেছি তার উপর। তারা তাদের পাপসমূহ তাদের পিঠে বহন করবে; সাবধান! তারা যা বহন করবে তা কত নিকৃষ্ট।' আয়াতটির ব্যাখ্যায় আত-তাবারী র. (মৃত ৩১০ হি.) বলেন, إِنَّهُمْ يَحْمِلُوْنَ آثَامَهُمْ وَذُنُوْبَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ. 'নিশ্চয় তারা তাদের পাপ ও অপরাধসমূহ তাদের পিঠের উপরে বহন করবে।'[৫৬]

গ. মানব সন্তানের জন্মস্থল অর্থে

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেন শুক্রানু ও ডিম্বানু থেকে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় শুক্রানুর উৎস পুরুষ আর ডিম্বানুর উৎস নারী। আল-কুরআনের পরিভাষায় শুক্রানু পুরুষের পৃষ্ঠদেশ থেকে স্খলিত হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,[৫৭] خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ. يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. 'তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে নির্গত পানি হতে। যা বের হয় মেরুদণ্ড ও পাঁজরের হাঁড়ের মধ্য থেকে।' আয়াতটির ব্যাখ্যায় হুসাইন ইবন মাসউদ আল-বাগাভী র.(মৃত ৫১০হি.) বলেন, يَعْنِي صُلْبَ الرَّجُلِ وَتَرَائِبَ الْمَرْأَةِ، وَالتَّرَائِبُ جَمْعُ التَّرْبِيَةِ، وَهِيَ عِظَامُ الصَّدْرِ وَالنَّحْرِ. 'অর্থাৎ, পুরুষের মেরুদণ্ড ও নারীর পাজরের হাড় থেকে। 'তারাইব' শব্দটি তারবিয়াহ শব্দের বহুবচন। বক্ষ ও গলার মধ্যবর্তী হাড়কে তারাইব বলা হয়।'[৫৮]এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা আরোবলেন,[৫৯]

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾.

'আর স্মরণ কর, যখন তোমার রব বনী-আদমের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের বংশধরকে বের করলেন এবং তাদেরকে তাদের নিজেদের উপর সাক্ষী করলেন যে, আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বলল, হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিলাম। যাতে কিয়ামতের দিন তোমরা বলতে না পার যে, নিশ্চয় আমরা এ বিষয়ে অনবহিত ছিলাম।'

ঘ. পিছন দিক অর্থে

অনুরূপভাবে ظَهْر (যাহর) শব্দটি পিছন দিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,[৬০] ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾. 'আর যখন তাদের নিকট আল্লাহর নিকট থেকে একজন রাসূল আসলো, তাদের সাথে যা আছে তা সমর্থন করে, আহলে কিতাবের একটি দল আল্লাহরকিতাবকে তাদের পেছনে ফেলে দেয়, (এভাবে যে) মনে হয় যেন তারা জানে না।' আয়াতটির ব্যাখ্যায় ইবন জারীর আত-তাবারী র.(মৃত ৩১০ হি.) বলেন,

جَعَلُوْهُ وَرَاءَ ظُهُوْرِهِمْ. أَنَّ الْقَوْمَ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ، وَلَكِنَّهُمْ أَفْسَدُوْا عِلْمَهُمْ، وَجَحَدُوْا وَكَفَرُوْا وَكَتَمُوْا.

'তারা আল্লাহর কিতাবকে পেছনে ফেলে দেয়। কিন্তু, এ জাতি এ সম্পর্কে জানত, কিন্তু তারা তাদের জ্ঞানকে বিনষ্ট করেছে, কুরআনকে অস্বীকার করেছে এবং কুরআনী সংবাদকে গোপন করেছে।'[৬১] এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,[৬২]

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ﴾.

'আর স্মরণ কর, যখন আল্লাহ কিতাবপ্রাপ্তদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, অবশ্যই তোমরা তা মানুষের নিকট স্পষ্টভাবে বর্ণনা করবে এবং তা গোপন করবে না। কিন্তু, তারা তা তাদের পেছনে ফেলে দেয় এবং তা বিক্রি করে তুচ্ছ মূল্যে। অতএব তারা যা ক্রয় করে, তা কতইনা মন্দ।'

ঙ. জাহান্নামের আগুনের ভয়াবহতা বুঝাতে

জাহান্নামের শাস্তি নির্দিষ্ট কোনো দিক থেকে আসবে না, বরং তা ডান-বাম, সামনে-পিছনে থেকে আসবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,[৬৩]

﴿لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ﴾.

'হায়, কাফিররা যদি সে সময়ের কথা জানত, যখন তারা তাদের সামনে ও পেছন থেকে আগুন ফিরাতে পারবে না। আর তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না।' আয়াতটির ব্যাখ্যায় আবুল লায়স আস-সামারকান্দী র. (মৃত ৩৭৩ হি.) বলেন, لِأَنَّ أَيْدِيْهِمْ تَكُوْنُ مَغْلُوْلَةً، وَلَا يَمْنَعُوْنَ عَمَّا نَزَلَ بِهِمْ مِنَ الْعَذَابِ. 'মুখমণ্ডল ও পিঠ ব্যবহারের কারণ হলো তাদের হাতসমূহ আবদ্ধ থাকবে। তারপরেও তারা তাদের উপর নির্ধারিত শাস্তি প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে না।'[৬৪]

৯. উপসংহার

আল-কুরআনুল কারীম সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ এবং সকল জ্ঞানের আকর। এমন কোনো জ্ঞান নেই যার বিবরণ কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়নি। মানবদেহ এবং মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে এ গ্রন্থে। এ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে গোস্ত ও অস্থি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে অত্র প্রবন্ধে। গোস্ত ও অস্থির মধ্যকার সম্পর্ক খুবই গভীর ও নিবীড়। কারণ, গোস্তকে বাদ দিয়ে অস্থি যেমন পূর্ণতা পায় না তেমনি অস্থিকে বাদ দিলে গোস্তও তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে উপদেশ দেয়ার লক্ষ্যে কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে নানারকম উপমা উপস্থাপন করেছেন। অনুরূপভাবে তিনি বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে গোস্ত ও অস্থি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। গোস্ত ও অস্থির বিবরণ সম্পর্কিত আয়াতসমূহ উপস্থাপন করে তার পেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে অত্র প্রবন্ধে। সেগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে প্রয়োজন অনুসারে। সঙ্গতঃ কারণে পায়ের গোছা, মেরুদণ্ড ও পৃষ্ঠদেশকে অস্থি হিসেবে বিবেচনা করে সেগুলো সম্পর্কে বর্ণিত আয়াতের প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে। ফলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ উপস্থাপনের কারণ উদ্ঘাটিত হয়েছে এবং মহান

আল্লাহর সৃষ্টি কৌশল ও সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে অবগত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি মানবদেহ সম্পর্কে গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে।

টীকা ও তথ্যসূত্র

১. আল-কুরআন, সূরাতুন নাহল, ১৬:৮৯। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন, مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ-'আমি কিতাবে কোনো কিছুই বাদ দেইনি।' দ্র. সূরাতুল আনআম, ৬ : ৩৮।

২. সূরাতুয যারিয়াত, ৫১ : ২১।

৩. ইবন মানযূর আল-ইফরীকী, *লিসানুল আরব*, ১২শ খণ্ড (বৈরূতঃ দারু সাদির, ১৪১৪ হি.), পৃ. ৫৩৫; রাগিব আল-ইস্ফাহানী, *আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন* (কায়রোঃ আল-মাকতাবাতুত তাওফীকিয়াহ, তাবি), পৃ. ৪৫২; যয়নুদ্দীন মুহাম্মদ, *মুখতারুস সিহ্হাহ*(বৈরূতঃ আল-মাকতাবাতুল 'আসরিয়্যাহ, ১৪২০ হি.), পৃ. ২৮০; ড. ইবরাহীম মাদকূর, *আল-মু'জামুল ওয়াসীত* (দেওবন্দঃ কুতুবখানা হুসাইনিয়াহ, ১৯৯৫), পৃ. ৮১৯।

৪. আহমদ ইবন ফারিস, *মু'জামু মাকঈসিল লুগাহ*, ৫ম খণ্ড (বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ১৩৯৯ হি), পৃ. ২৩৮।

৫. মাজদুদ্দীন আল-ফিরোযাবাদী, *আল-কামূসুল মুহীত* (বৈরূতঃ মু'আসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪২৬হি.), পৃ. ৭৮৮; *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, পৃ. ৮১৯।

৬. *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, পৃ. ৮৭৫।

৭. *আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন*, পৃ.৪৭২; হুসাইন ইবন মাসউদ আল-বাগাবী (র.)(মৃত ৫১০হি.) বলেন, مُضْغَةٍ وَهِيَ لَحْمَةٌ قَلِيلَةٌ قَدْرُ مَا يُمْضَغُ -'মুদগাহ অতি অল্প পরিমাণে গোস্ত যা চর্বণ করা যায়।' দ্রষ্টব্যঃ হুসাইন ইবন মাসউদ আল-বাগাবী, *মা'আলিমুত তানযীল*, ৫ম খণ্ড (বৈরূতঃ দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, ১৪২০ হি.), পৃ. ৩৬৬।

৮. ইবনুল জাওযী, *যাদুল মাসীর ফী ইলমিত তাফসীর*, ৩য় খণ্ড (বৈরূতঃ দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪২২ হি.), পৃ. ৩২৩।

৯. *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, পৃ.৬১০; *আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন*, পৃ. ৩৪২।

১০. *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, পৃ. ৬১০।

১১. Prof. Md. Nazim Uddin, *Higher Secondary Biology*, 2nd Paper (Dhaka: Nisharga Prokashoni, 2011), P. 201; নাসিম বানু, *উচ্চ মাধ্যমিক জীববিজ্ঞান*, ২য় পত্র (ঢাকাঃ হাসান বুক হাউস, ২০০৭), পৃ. ১৯০।

১২. সূরাতুল হজ্জ, ২২ : ৩৭।

১৩. আবুল লায়স আস-সামারকান্দী, *বাহরুল উলূম*, ২য় খণ্ড (মিসরঃ তাবি), পৃ. ৪৬১।

১৪. সূরাতুল আন'আম, ৬ : ১৪৫।

১৫. ফখরুদ্দীন আর-রাযী, *আত-তাফসীরুল কাবীর*, ১৩শ খণ্ড (বৈরূতঃ দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, ১৪২০ হি.), পৃ. ১৬৮।

১৬. গীবত সম্পর্কে সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে। আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, তোমরা কি জানো গীবত কী? তাঁরা (সাহাবীগণ) বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। তিনি বললেন, গীবত হলো, তোমার ভাইয়ের সম্পর্কে এমন কিছু আলোচনা করা যা সে অপছন্দ করে। প্রশ্ন করা হলো, আমি যা বলছি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে বিদ্যমান থাকে তবে তা কী হবে? তিনি বললেন, তুমি তার সম্পর্কে যা বলছ তা যদি তার মধ্যে প্রকৃতপক্ষেই থাকে তবে তুমি গীবত করলে। আর যদি না থাকে তবে তুমি তার প্রতি অপবাদ দিলে। দ্রষ্টব্যঃ মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ৬৪৮৭; সুলাইমান ইবনুল আশ'আস আস-সিজিস্তানী, *সুনান আবী দাউদ*, হাদীস নং ৪৮৭৪।

১৭. সূরাতুল হুজুরাত, ৪৯ : ১২।

১৮. *আত-তাফসীরুল কাবীর*, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১৬৮।

১৯. *যাদুল মাসীর ফী ইলমিত তাফসীর*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৫২।

২০. সূরাতুল মু'মিনূন, ২৩ : ১৪।

২১. সূরাতুল হজ্জ, ২২ : ৫।

[২২] মুহাম্মদ ইবন জারীর আত-তাবারী, *তাফসীরে তাবারী*, ১৮ খণ্ড (বৈরূতঃ মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ২০০০খ্রি.), পৃ. ৫৬৭।
[২৩] সূরাতুল মু'মিনূন, ২৩ : ১৪।
[২৪] মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী* (মিসরঃ দারুল হিকমাহ, ১ম সং, ২০১২ খ্রি.), হাদীস নং ৭৪৫৪।
[২৫] সূরাতুল বাকারা, ২ : ২৫৯।
[২৬] *মা'আলিমুত তানযীল*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১৯।
[২৭] সূরাতুল ইসরা, ১৭ : ৪৯।
[২৮] সূরাতুল ইসরা, ১৭ : ৯৮।
[২৯] সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৭৮।
[৩০] *মা'আলিমুত তানযীল*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩২।
[৩১] সূরাতুন নাযি'আত, ৭৯ : ১০-১১।
[৩২] সূরাতুল মু'মিনূন, ২৩ : ১৪।
[৩৩] *যাদুল মাসীর ফী ইলমিত তাফসীর*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫৭; *বাহরুল উলূম*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৫।
[৩৪] *আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন*, পৃ. ৭২।
[৩৫] *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, পৃ. ৭২।
[৩৬] সূরাতুল আনফাল, ৮ : ১২।
[৩৭] *মা'আলিমুত তানযীল*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৪-৭৫।
[৩৮] ইসমা'ঈল ইবন কাসীর, *তাফসীরে ইবন কাসীর*, ৮ম খণ্ড (মিসর: দারু তাইয়েবাহ, ১ম সং, ১৪২০ হি.), পৃ. ৪৭১।
[৩৯] সূরাতুল কিয়ামাহ, ৭৫ : ৪।
[৪০] *আত-তাফসীরুল কাবীর*, ৩০তম খণ্ড, পৃ.৭২২; কাযী ছানাউল্লাহ পানিপাথী, *তাফসীরে মাযহারী*, ১২শ খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৫), পৃ. ৫৭৯।
[৪১] *মা'আলিমুত তানযীল*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৮২।
[৪২] *মুখতাসারুস সিহাহ*, পৃ. ২৮৩।
[৪৩] আহমদ ইবন মুহাম্মদ আল-ফাইয়ূমী, *আল-মিসবাহুল মুনীর*, ১ম খণ্ড (বৈরূতঃ দারুল কুতুবুল 'ইলমিয়্যাহ), পৃ. ২৯৬।
[৪৪] সূরাতুল কালাম, ৬৮ : ৪২।
[৪৫] *সহীহুল বুখারী*, হাদীস নং ৪৯১৯।
[৪৬] *লিসানুল 'আরব*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫২৬; *আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন*, পৃ. ২৮৮।
[৪৭] *আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন*, পৃ.২৮৮; *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, পৃ. ৫১৯।
[৪৮] সূরাতুত তারিক, ৮৬ : ৭।
[৪৯] *যাদুল মাসীর ফী ইলমিত তাফসীর*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪২৯।
[৫০] সূরাতুন নিসা, ৪ : ২৩।
[৫১] *মা'আলিমুত তানযীল*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯০-১৯১; *যাদুল মাসীর ফী ইলমিত তাফসীর*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৯।
[৫২] *মু'জামু মাকাঈসিল লুগাহ*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৭১।
[৫৩] সূরাতুল ইনশিরাহ, ৯৪ : ২-৩।
[৫৪] *বাহরুল উলূম*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৯৪।
[৫৫] সূরাতুল আন'আম, ৬ : ৩১।
[৫৬] *তাফসীরে তাবারী*, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৩২৬।
[৫৭] সূরাতুত তারিক, ৮৬ : ৬-৭।
[৫৮] *মা'আলিমুত তানযীল*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৪।

[৫৯] সূরাতুল আ'রাফ, ৭ : ১৭২।

[৬০] সূরাতুল বাকারা, ২ : ১০১।

[৬১] *তাফসীরে তাবারী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০৪।

[৬২] সূরা আলে 'ইমরান, ৩ : ১৮৭।

[৬৩] সূরাতুল আম্বিয়া, ২১ : ৩৯।

[৬৪] *বাহরুল উলূম*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২৬।